



শিশু মীম হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও জরিতদের আইনের আওতায় আনার নির্দেশ এমপি'র



ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে নিখোঁজের তিনদিন পর উদ্ধার হওয়া শিশু মীম আক্তারের (৮) শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট আব্দুল মান্নান। বুধবার সকালে তিনি উপজেলার বিদ্যাকুট ইউনিয়নের বিদ্যাকুট বড়বাড়ি এলাকায় মীমের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের খোঁজখবর নেন এবং সমবেদনা জানান। পরিবারের কান্না ও আহাজারি শুনে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। এ সময় মীমের মৃত্যুর রহস্য দ্রুত উদ্ঘাটন এবং ঘটনার সঙ্গে

জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে পুলিশকে নির্দেশ দেন। মীমের বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে এমপি বলেন, আপনারা নিজেদের একা মনে করবেন না, আমি আপনাদের ভাই। মীমের মতো একটি নিষ্পাপ শিশুকে এভাবে হারাতে হয়েছে— এটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে মীম হত্যার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনতে হবে। এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

নবীনগরে প্রান্তিক পেশাজীবীদের সফটস্কিল প্রশিক্ষণ শুরু



ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে প্রান্তিক পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ১০ দিনব্যাপী সফটস্কিল প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ‘বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় ফেইজ)’-এর আওতায় ব্যবসা উন্নয়ন ও পরিচালনা বিষয়ে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে ও বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে ট্রেনার হিসেবে উপস্থিত থেকে মোটিভেশনাল আলোচনা করেন নবীনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন শান্তি। এ সময় উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. রুহুল আমিন উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে ব্যবসা পরিচালনা, ব্যবসার উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাত নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের দিকনির্দেশনা দেন মোহাম্মদ হোসেন শান্তি। পাশাপাশি কর্মজীবনে সফলতা অর্জনের জন্য আত্মবিশ্বাস, ইতিবাচক চিন্তা ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি। প্রশিক্ষণে অংশ

নেওয়া প্রান্তিক পেশাজীবীদের পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডকে আরও কার্যকর ও টেকসই করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক ব্যবসায়িক ধারণা, পরিকল্পনা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নিজেদের পেশা ও ব্যবসাকে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্যোগে ‘বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় ফেইজ)’ বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের ১০টি প্রান্তিক পেশাজীবী জনগোষ্ঠীকে আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে এসব জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই জীবনমান নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম আরও সহজ, স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাও চালু করা হ

শারদীয় দুর্গাপূজার আর মাত্র ১১ দিন বাকি। দেবী দুর্গার আগমনকে সামনে রেখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে এখন চলছে উৎসবের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। উপজেলার ভোলাচং, শ্রীরামপুর, ভোলাবাড়িসহ বিভিন্ন এলাকার কুমারপাড়ায় সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মাটি, খড় ও রং নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন মৃৎশিল্পীরা। তাদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে পূর্ণতা পাচ্ছে দেবী দুর্গার প্রতিমা। একইসঙ্গে উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপেও চলছে সাজসজ্জার কাজ। কোথাও নির্মাণ করা হচ্ছে মণ্ডপ, কোথাও চলছে আলপনা ও তোরণ তৈরির কাজ। পাশাপাশি শুরু হয়েছে আলোকসজ্জা

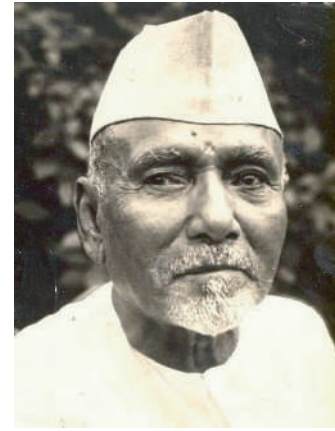
নবীনগরে দুর্ধর্ষ চুরির অভিযোগ, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর পৌরসভার কলেজপাড়া এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় দুর্ধর্ষ চুরির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকার মালামাল চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী সনিয়া আক্তার (৩২)। অভিযোগপত্র সূত্রে জানা যায়, সনিয়া আক্তার, স্বামী নাজমুল হাসান(প্রবাসী) নবীনগর পৌরসভার কলেজপাড়া এলাকায় গোলাম মোস্তফার চারতলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় ভাড়া থাকেন। গত ৬ অক্টোবর ২০২৬ সন্ধ্যার দিকে তিনি পাশের একটি ভবনে তার বোনের বাসায় যান। পরে রাত আনুমানিক ৯টা ৩০ মিনিটে নিজ বাসায় ফিরে এসে ঘরের দরজা খোলা এবং ভেতরের জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান। অভিযোগে বলা হয়, ঘরে

ও নান্দনিক সাজসজ্জার প্রস্তুতি। সরজমিন নবীনগরের কুমারপাড়ায় দেখা যায়, কারিগরদের কেউ প্রতিমার কাঠামো তৈরি করছেন, কেউ মাটির প্রলেপ দিচ্ছেন, আবার কেউ ব্যস্ত প্রতিমায় রং ও অলংকরণের কাজে। উপজেলায় এবার ১৩০টি পূজামণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। পূজাকে কেন্দ্র করে এসব মণ্ডপে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি জোরদার করা হয়েছে। পূজা শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। মণ্ডপগুলোতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। এখন অপেক্ষা সেই মাহেন্দ্রক্ষণের— ঢাকের বাদ্য শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে মুখরিত হবে পূজামণ্ডপ। মৃৎশিল্পীদের নিপুণ হাতে তৈরি প্রতিমা যখন মণ্ডপে উঠবে, তখনই পূর্ণতা পাবে তাদের দীর্ঘদিনের শ্রম। দুর্গার আগমনী বার্তায় ইতিমধ্যেই উৎসবের রংয়ে রাঙতে শুরু করেছে নবীনগর। এ বিষয়ে উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক এডভোকেট বিনয় চক্রবর্তী বলেন, উপজেলায় এবার মোট ১৩০টি পূজামণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। পূজা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্নের পথে।

আজ সুরসম্রাট আলাউদ্দিন খাঁর ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী



রয়েছে। এদিকে ২০২৬ সালের ২৩ জুন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাহিদা সুলতানা শিবপুরে আলাউদ্দিন খাঁর জন্মভূমি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের পর তার জন্মভূমিকে ঘিরে স্মৃতি জাদুঘর, কালচারাল সেন্টার, দর্শনার্থীদের অতিথিশালা ও স্মারক সংরক্ষণসহ একটি সমন্বিত পরিকল্পনা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয়দের দাবি, শিবপুরে সুরসম্রাটের স্মৃতি ধরে রাখতে দ্রুত স্মৃতি জাদুঘর, সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় ও আধুনিক সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক। পাশাপাশি তার হাতে গড়া মসজিদ ও পুকুরটিও সংস্কার করে সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন তারা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ আসনের সংসদ সদস্য ও নবীনগর উপজেলা বিএনপি'র সভাপতি এডভোকেট আব্দুল মান্নান বলেন, সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর স্মৃতি সংরক্ষণে শিবপুরে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীকে নবীনগরে আসার আহ্বানও জানানো হয়েছে। তার জন্মভূমি পরিদর্শনের পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হবে। ইউনিয়ন বিএনপি নেতা আবুল ফয়েজ, উপজেলা যুবদল নেতা মনজুরুল আলম মজলু, আলাউদ্দিন খাঁ মসজিদের প্রধান খতিব মাওলানা মোখলেসুর রহমান এবং সুরসম্রাটের দৌহিরা লাখে খাঁর ছেলে রফিকুল ইসলামসহ স্থানীয়রা বলেন, শুধু শিবপুরের নয়, তিনি বাঙালি ও উপমহাদেশের গর্ব। তার জন্মভূমির স্মৃতি সংরক্ষণে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ নেয়া প

উপমহাদেশের রাগসংগীতের প্রবাদপুরুষ, বহু বাদ্যযন্ত্রের অনন্য সাধক ও সুরস্রষ্টা সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী। ১৮৬২ সালের ৮ই অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামে এক সংগীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আলাউদ্দিন খাঁ। শৈশবেই সংগীতসাধনায় আত্মনিয়োগ করে পরবর্তীতে তিনি সরোদসহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। তার শিষ্যদের মধ্যে ওস্তাদ আলী আকবর খান, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, অনুপূর্ণা দেবী, পান্নালাল ঘোষ ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়সহ উপমহাদেশের বহু খ্যাতিমান শিল্পী রয়েছেন। সংগীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার ও ফেলোশিপসহ বিভিন্ন সম্মাননা লাভ করেন। তবে বিশ্বখ্যাত এই সংগীতসাধকের জন্মভূমি শিবপুরে তার স্মৃতি সংরক্ষণে এখনো বড় কোনো স্থায়ী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তার পৈতৃক ভিটাসহ বিভিন্ন স্মৃতিবজড়িত স্থাপনা অয়ত্নে পড়ে

ইসলামী ব্যাংক
বাংলা QR এখন
৫ লক্ষাধিক
মার্চেন্টের পরিবার

Let There Be More Chocolate
The Traditional Taste of Kheer and Malai...